বাংলা ছন্দ

"সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচিত বাকবিন্যাসের নাম ছন্দ।" ---- প্রবোধচন্দ্র সেন।

"যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয় তাহাকে ছন্দ বলে।" --- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

"বাক্যস্থিত পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধি হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।" ---- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছন্দ তিন প্রকার ---- ক) তানপ্রধান ছন্দ খ) ধ্বনিপ্রধান ছন্দ গ) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। ছন্দের উপাদান ---- ক) ধ্বনি খ) অক্ষর গ) মাত্রা ঘ) পর্ব ঙ) পর্বাঙ্গ চ) ছেদ ও যতি ছ) পদ জ) চরণ ঝ) পংক্তি ঞ) স্তবক ট) মিল ঠ) লয়

ধ্বনি : মানুষের গলা থেকে নির্গত স্বর যে স্পন্দন তোলে তাকে বলে ধ্বনি। ধ্বনি আমরা কানে শুনি, চোখে দেখতে পাই না। ধ্বনি দু' প্রকার। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনি দু' প্রকার।

ক) মৌলিক স্বরধ্বনি (অ, আ, ই, ঈ)

খ) যৌগিক স্বরধ্বনি (ঔ, ঐ)।

ব্যঞ্জনধ্বনি দু' প্রকার। ক) মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি (ক, খ, গ, ঘ)

খ) যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি (জ্ঞ, ক্ষ, ল্ল, প্ত)

খ) **অক্ষর** : বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র ধ্বনি। যেমন --- 'ছন্দ' শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি দু'টি ঝোঁকে ---- 'ছন্-দ' ---- এভাবে। তাই এই শব্দটির অক্ষর সংখ্যা হল দু'টি। অক্ষর দু' প্রকার --- স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত।

RITA DEY

স্বরান্ত অক্ষর : যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে অর্থাৎ মুখবিবরের কোন অংশে বাধা না পেয়ে বাগযন্ত্র যদি শব্দের শেষের অক্ষরটি উচ্চারণ করতে পারে তবে তাকে বলে স্বরান্ত অক্ষর। স্বরান্ত অক্ষরের অপর একটি নাম --- মুক্ত অক্ষর। যেমন --- 'কমলা' --- এই শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি---- এইভাবে ---- ক + অ, ম + অ, ল + আ ; তিনটি অক্ষরের শেষে আছে স্বরধ্বনি। তাই এটি স্বরান্ত অক্ষরের উদাহরণ। স্বরান্ত অক্ষর দু' প্রকার ---

ক) মৌলিক স্বরান্ত (অ, আ, ই (হ্রস্ব স্বরান্ত), (ঈ, ঊ (দীর্ঘ স্বরান্ত) --- ইত্যাদি) ও খ) যৌগিক স্বরান্ত (ঔ, ঐ)

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর : দু'টি অক্ষর রুদ্ধভাবে উচ্চারিত হলে শেষ অক্ষরটি 'হসন্ত' দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। ---- এমন হলে, তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন --- মৌচাক--- এই শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি---- এইভাবে --- মউ + চাক্ ; আবার --- কুসুম --- কু + সুম্ ; -- এই দু'টি শব্দের শেষে হসন্ত উচ্চারণ হয়েছে। এই শব্দ দু'টিতে 'মউ' (ম + উ) এবং 'কু' (ক + উ) স্বরান্ত অক্ষর ; এবং 'চাক্' ও 'সুম্' ---- এ দু'টো হসন্ত উচ্চারণে শেষ হয়েছে, তাই এগুলো ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে --- হলন্ত অক্ষর / হসন্ত অক্ষর / রুদ্ধ অক্ষর / বলা হয়।

গ) **মাত্রা** : একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকুকে বলে মাত্রা। যেমন --- 'ভারত' --- এই শব্দটিতে দু'টি অক্ষর আছে, 'ভা', 'রত'। এই 'ভা' বা 'রত' উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে ধরা হয় মাত্রা। মাত্রা দু'টি শ্রেণীর হয়।--- ১) এক-মাত্রা ২) দুই-মাত্রা

একটি হ্রস্বস্বর বা মুক্ত অক্ষর উচ্চারণ করতে মোটামুটি যে সময় লাগে, তাকে একমাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয়।

একটি দীর্ঘস্বর বা রুদ্ধ অক্ষর উচ্চারণ করতে সাধারণত যে সময় লাগে, তাকে দু'মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঘ) **পর্ব** : কবিতার চরণের এক হ্রস্বযতি থেকে পরবর্তী হ্রস্বযতি বা শেষ হ্রস্বযতি থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত খণ্ডিত ধ্বনি প্রবাহই হল পর্ব। যেমন ---

RIA DEY

"নন্দ নন্দন I চন্দ চন্দন I গন্ধ নিন্দিত I অঙ্গ।"

--- এখানে প্রথম হ্রস্বযতি 'নন্দ নন্দন', --- এটি প্রথম পর্ব ; আবার 'চন্দ চন্দন' পরবর্তী হ্রস্বযতি বা মধ্যবর্তী হ্রস্বযতি,--- এটি দ্বিতীয় পর্ব ; --- এইভাবেই 'গন্ধ নিন্দিত'--- তৃতীয় পর্ব ; এবং তৃতীয় হ্রস্বযতি থেকে বিরতি বা পূর্ণযতি হল 'অঙ্গ' --- এটি চতুর্থ পর্ব। বাংলা ছন্দে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট মাত্রা বিশিষ্ট পর্ব দেখা যায়।

ঙ) **পর্বাঙ্গ** : কবিতা পাঠকালে স্বরপ্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পর্বে যে দু'টি বা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অস্পষ্ট অনুভূত হয়, তাদের এক-একটিকে পর্বাঙ্গ বলে। পর্বাঙ্গের উদাহরণ ---

১ ২ ৩ ১ ২

"বিলাপ : করেন : রাম I লক্ষ্মণের : আগে।"

--- এখানে পর্ব সংখ্যা – ২ । পর্বাঙ্গ --- প্রথম পর্বে তিনটি ; দ্বিতীয় পর্বে দুটি।

চ) **ছেদ ও যতি** : বাক্যের অর্থ বা ভাবকে প্রকাশ করার জন্য, বাক্যের মধ্য বা অন্ত্যে যে সাময়িক উচ্চারণ বিরতি ঘটে, তাকে বলে ছেদ বা অর্থ-যতি বা ভাব-যতি। ছেদ দু'প্রকার – হ্রস্ব বা লঘুচ্ছেদ এবং পূর্ণচ্ছেদ ।

ছন্দ শাস্ত্র অনুযায়ী পদ্যে ছন্দ তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে ধ্বনিপ্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি ঘটে, তাকে বলে যতি বা ছন্দযতি। প্রবোধচন্দ্র সেন যতিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা --- ক) পূর্ণযতি ; খ) অর্ধযতি ; গ) লঘুযতি ; ঘ) উপযতি।

ছ) **পদ** : কবিতার শুরু থেকে প্রথম অর্ধযতি বা এক অর্ধযতি থেকে পরবর্তী অর্ধযতি বা পূর্ণযতি পর্যন্ত খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পদ বলা যায়। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন--- "অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙক্তি বিভাগের পারিভাষিক নাম – পদ।" পদ এক বা একাধিক পর্বের দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ---

"বিলাপ : করেন : রাম I লক্ষ্মণের : আগে।"

--- এখানে প্রথম অর্ধযতি পড়েছে 'রাম'-এর পর, তাই এটুকু অংশ একটি পদ। (বিলাপ : করেন : রাম I)

জ) চরণ : কবিতায় বাক্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে চরণ বলা হয়। অর্থ যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেখানেই ধ্বনিপ্রবাহে ভাবযতি বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। এই অর্থবহ পরিপূর্ণ বাক্যকেই চরণ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন---

"গান গেয়ে তরী বেয়ে I কে আসে পারে। --- ১ম চরণ

দেখে যেন মনে হয় I চিনি উহারে।" --- ২য় চরণ

ঝ) **পংক্তি** : পংক্তি মাত্রই চরণ হতে পারে, কিন্তু চরণমাত্র পংক্তি নয়। কোন চরণকে একটি সারিতে লিখলে তা অবশ্যই পংক্তি। কিন্তু চরণটিকে ভেঙে যদি কয়েকটি সারিতে লেখা হয়, তবে ঐ প্রত্যেকটি সারি হবে এক – একটি পংক্তি।

যেমন --- "গান গেয়ে তরী বেয়ে I কে আসে পারে।" --- এটি একটি চরণ এবং একটি পংক্তিও হতে পারে। কিন্তু একে যদি এভাবে লেখা হয়, -----

"গান গেয়ে তরী বেয়ে I

কে আসে পারে।"

--- এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটি একটি চরণ ; কিন্তু পংক্তি দু'টি।

ঞ) স্তবক : একাধিক চরণের সুশৃঙ্খল সমাবেশ যখন একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে 'স্তবক' বলা হয়। যেমন ---

"গান গেয়ে তরী বেয়ে I কে আসে পারে। --- ১ম চরণ

দেখে যেন মনে হয় I চিনি উহারে। --- ২য় চরণ

RITA DEY

ভরা পালে চলে যায়, I --- ৩য় চরণ

কোন দিকে নাহি চায় I ---- ৪র্থ চরণ

ঢেউগুলি নিরুপায় I ভাঙে দুধারে।” --- ৫ম চরণ

--- এটি পাঁচটি চরণের একটি স্তবক।

ট) **মিল** : কোন কবিতার একটি পর্বের, পদের বা চরণের সাথে পরবর্তী পর্ব, পদ বা চরণগুলির অন্তিম ধ্বনিসাদৃশ্য গঠন করাকেই মিল বলে। অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে অনুপ্রাস বলা হয়, ছন্দশাস্ত্রে তাকেই ‘মিল’ বলা হয়।

ঠ) **লয়** : কবিতা পাঠের সময় চরণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পঠনের গতিভঙ্গিমা থেকে সৃষ্ট সুরকে লয় বলে।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দ --- যে ছন্দে রুদ্ধ দল হয় দু’মাত্রা, যে ছন্দের গতি মধ্যম তাকে বলে **মাত্রাবৃত্ত** বা **কলাবৃত্ত** বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক) ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ---- এর লয় মধ্যম।

খ) এই ছন্দে এক ধরনের ধ্বনিঝঙ্কার থাকে।

গ) এই ছন্দে পূর্ণ পর্ব পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার হয়। মাঝে মাঝে চার মাত্রার পূর্ণ পর্বও পাওয়া যায়।

ঘ) এই ছন্দের মাত্রা-গণনা পদ্ধতি হল--- মুক্ত অক্ষর একমাত্রা ও রুদ্ধ অক্ষর দু’মাত্রার হয়।

ঙ) এই ছন্দ সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়।

চ) এই ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য থাকে না।

ছ) এই ছন্দে অক্ষরের দীর্ঘীকরণ অন্যান্য ছন্দের তুলনায় বেশি। .

RITA DEY

জ) এই ছন্দে অতিরিক্ত কোন সুরের টান থাকে না।

ঞ) এই ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।

ট) এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছন্দ।

ঠ) এই ছন্দকে মেয়েলি ছন্দ বলা হয়।

ড) মাত্রা-গণনা রীতির দিক থেকে এই ছন্দ দু'রকম ---- প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ও আধুনিক মাত্রাবৃত্ত।

ঢ) এই ছন্দে স্থিতিস্থাপকতা গুণ নেই।

ণ) এই ছন্দে উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের উদাহরণ ---

১ ২ ১১ ১ ২ ১১ ১ ২ ১ ১ ১ ১

"সাগর জলে I সিনান করি I সজল এলো I চুলে = ৫+৫+৫+২

১১১ ১ ১ ১ ২ ১১ ১ ১

বসিয়া ছিলে I উপল উপ I কূলে।" = ৫+৫+২

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ --- যে কাব্য-ছন্দে মূল পর্ব চারমাত্রার হয় তাকে **স্বরবৃত্ত** বা **দলবৃত্ত** বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ (বলপ্রধান ছন্দ) বলে। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক) এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল --- এই ছন্দের পর্বের আদি অক্ষরে বা কোন বিশেষ অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে।

খ) এই ছন্দের প্রতি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে।

RITA DEY

গ) এই ছন্দের পর্ব গুলি হয় ছোট ছোট।

ঘ) শ্বাসাঘাতের জন্য একটা সচেষ্ট প্রয়াসের প্রয়োজন হয় ; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তার পুনঃ প্রবৃত্তি হয়।

ঙ) এই ছন্দের পর্ব গুলি উচ্চারণের সময় বাগযন্ত্র ক্ষিপ্র হয়, তাই এই ছন্দের লয় হয় দ্রুত।

চ) এই ছন্দের পূর্ণ পর্ব হয় চার মাত্রার।

ছ) এই ছন্দে কেবল এক ধরনের পর্ব ব্যবহৃত হয়।

জ) এই ছন্দে পর্বাঙ্গ দুটি থাকে।

ঝ) এই ছন্দের মাত্রা-গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। মুক্ত অক্ষর ও রুদ্ধ অক্ষর উভয়ই হয় একমাত্রা।

ঞ) ছড়া বা লোকগীতিতে এই ছন্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাই এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়।

ট) এই ছন্দে যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলে ধরা হয়।

ঠ) এই ছন্দে মূল শব্দ ভেঙে দুটি পর্বাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে।

ড) এই ছন্দে কোন ধ্বনি প্রবাহ থাকে না।

ঢ) এই ছন্দ সংস্কৃত অথবা প্রাকৃতে দেখা যায় না।

ণ) বাঙালির আদিম ইতিহাসে কোলজাতির প্রভাবের সঙ্গে এই ছন্দের গভীর সম্পর্ক আছে।

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের উদাহরণ ----

১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

"আমি যদি I জন্ম নিতেম I কালিদাসের I কালে = ৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১

দৈবে হতেম I দশম রত্ন I নবরত্নের I মালে।" = ৪+৪+৪+২

তানপ্রধান ছন্দ --- যে ছন্দে আগাগোড়া একটি একটানা তান থাকে, যে ছন্দের গতি তানের প্রবাহের মধ্যে পড়ে হয়ে যায় ধীর, যে ছন্দের পূর্ণ পর্ব হয় ৮ বা দশ মাত্রার, তাকে **অক্ষরবৃত্ত** বা **মিশ্রবৃত্ত** বা তানপ্রধান ছন্দ (পয়ারজাতীয় ছন্দ) বলে। তানপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

ক) তানপ্রধান ছন্দে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি একটানা তান থাকে।

খ) এই ছন্দে মুক্ত অক্ষর একমাত্রা ; রুদ্ধ অক্ষরের মাত্রা গণনায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। রুদ্ধ অক্ষর শব্দের প্রথমে বসলে হয় ১ মাত্রা, মাঝখানে বসলে হয় ১ মাত্রা, কিন্তু শব্দের শেষে রুদ্ধ অক্ষর থাকলে তা হয় ২ মাত্রা, আর একক রুদ্ধ অক্ষর হলে হয় ২ মাত্রা।

গ) তানপ্রধান ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ---- এর লয় বা গতি ধীর।

ঘ) তানপ্রধান ছন্দের পূর্ণ পর্ব হয় ৮ বা ১০ মাত্রার।

১ ১১১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ২

"না বুঝিয়া ব্যথা ভরে I কেঁদে ওঠে সারা দেহ মন = ৮+১০

১ ১১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২

জীবনে আঁধার নামে I নিভে যায় আকাশে তপন।।" = ৮+১০

ঙ) তানপ্রধান ছন্দের মাত্রা হয় সাধারণত জোড় সংখ্যা। তবে মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। যেমন---

১ ১ ১ ১১১ ২ ১১ ১১১

"গগনে গরজে মেঘ I ঘন বরষা = ৮+৫

১ ১ ১১ ১১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১

কূলে একা বসে আছি I নাহি ভরসা" = ৮+৫

চ) তানপ্রধান ছন্দের পূর্ণ পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হলেও মাঝে মাঝে ৬ মাত্রার পূর্ণ তানপ্রধান ছন্দও লক্ষ্য করা যায়।

১ ১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

"আজি শচীমাতা I কেন চমকিলে = ৬+৬

১১১ ১১১ ১১১ ১১১

ঘুমাতে ঘুমাতে I উঠিয়া বসিলে ?" = ৬+৬

ছ) তানপ্রধান ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ---- এর অসাধারণ শোষণ শক্তি।

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১

"প্রস্তর প্রকীর্ণ হয় I অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।" = ৮+৬

--- এখানে রুদ্ধ অক্ষর বেশি হওয়া সত্ত্বেও মাত্রা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।

জ) এই ছন্দকে পুরুষালি ছন্দ বলা হয়।

ঝ) রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে সাধুভাষার ছন্দ বলেছেন ।

ঞ) এই ছন্দকে বাংলার সনাতন ছন্দ বলা হয়।

ট) প্রাচীন কালে যে সমস্ত ছন্দ পদ্ধতি ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ারজাতীয়।

ঠ) এই ছন্দে অক্ষরের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করে মূল সুরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করে ছন্দ গড়ে উঠে।

RITA DEY

ড) প্রত্যেকটি শব্দকে কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ থেকে অযুক্ত রাখা বাংলা উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পয়ারজাতীয় কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়।

ঢ) উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসারে বলা যায়, এই ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য সর্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে সর্বাপেক্ষা কম।

ণ) এই ছন্দে স্বভাবমাত্রিক অক্ষরই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

ত) এই ছন্দে একটা গম্ভীর ভাব আসে, তাই উচ্চাঙ্গের কবিতা এই ছন্দে রচনা করা হয়।

থ) তানপ্রধান ছন্দের নানা রূপভেদ আছে। পয়ার থেকে আরম্ভ করে **অমিত্রাক্ষর, গৈরিশছন্দ** সবই গড়ে উঠেছে তানপ্রধান ছন্দকে ভিত্তি করে। গুরুগম্ভীর ছন্দে অনেক গম্ভীর ভাবমূলক কবিতা এই ছন্দেই লেখা সম্ভব।

দ) এই ছন্দে স্বরধ্বনির প্রাধান্য আছে।

অমিত্রাক্ষর –

১ ১ ১ ১ ২ ২ ১১১ ১ ১ ১

"ছিল আশা, মেঘনাদ, I মুদিব অন্তিমে = ৮+৬

১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১

এ নয়ন দ্বয় আমি I তোমার সম্মুখে ; --- = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১১১

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, I তোমায় করিব = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১১ ১ ১ ১

মহাযাত্রা । কিন্তু বিধি I বুঝিব কেমনে।” = ৮+৬

গৈরিশছন্দ --

২ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১১ ১১

হায় পাগলিনী জনা ! I তব সভা মাঝে = ৮+৬

১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১

নাচিছে নর্তকী আজি, I গায়ক গাইছে, = ৮+৬

১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১১ ১ ১ ১ ১

উথলিছে বীণাধ্বনি I তব সিংহাসনে = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১১

বসেছে পুত্রহা রিপু I মিত্রোত্তম এবে। = ৮+৬

.....

RITA DEY